# সম্পাদকীয় / Editorial

**অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।**
**তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥**

*শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার (১৪১৬ বঙ্গাব্দ) পুণ্যলগ্নে কামনা করি যে এই পুণ্য শ্লোক জীবহৃদয়ে সর্বদা অনুরণিত হউক। স্বরূপভূতা পরাশক্তির অপর নাম "শ্রী"। শ্রীগুরু, অর্থাৎ চৈতন্যরূপা শক্তিসংযুক্ত পরমগুরু তত্ত্বই জীবকুলের নমস্য। "নমঃ" (ন মম) অর্থাৎ "আমি" ভাব ও তন্মূলক "মমত্বভাব" যাঁকে অর্পণ করা যায়—তিনিই "আমি"-র পক্ষে নমস্য।*

*আদ্যাশক্তির লীলাবৈগুণ্যে জীবজগত স্বভাবতঃই মায়ার অধীন। শাস্ত্রমতে মায়া ত্রিবিধ—শুদ্ধ, অশুদ্ধ (বা অজ্ঞান) ও শুদ্ধাশুদ্ধ। মনুষ্যকুল জন্মাবধি সাধারণতঃ অশুদ্ধ মায়াবদ্ধ থাকে। সে কারণে দেহাশ্রিত আত্মা স্বরূপতঃ শিবস্বরূপ হলেও স্বীয় নিত্যস্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারে না। অজ্ঞানশক্তির বশবর্তী হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুর স্বপ্রকাশ পরমপদও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে।*

*যুগে যুগে সদ্‌গুরু আচার্যগণ স্বীয় সাধনশক্তিবলে জীবাত্মার সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করে জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন করেন। তদন্তর, চিৎশক্তির বিশাল প্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্মণ্ডলস্থিত হয়ে জীবাত্মা অনুভব করে আপন স্বরূপ, পরমব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা। এই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা।*

*গুরুপূর্ণিমার মহালগ্নে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসকে যিনি বহু শত বছর পূর্বে এই পুণ্য দিবসেই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমরা প্রণাম জানাই যুগে যুগে অবতীর্ণ সকল সদ্‌গুরুকে যাঁরা সমগ্রজীবন উৎসর্গ করে গেছেন জীবকুলের আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য—অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর—ব্যাপক পরমপদ প্রদর্শণের মাধ্যমে। আর সবশেষে প্রণাম জানাই আমাদের সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমায়ের রাতুলচরণে আর প্রার্থনা জানাই—"মা আমাদের অন্তরে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত কর—তোমার কৃপাপরশে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কর।"*

**"Akhandamandalakarang vyaptang yena characharam**
**Tat-padam darshitang yena tasmoyee Sree Gurubey namah"**

*We invoke the blessings of Sree Sree Guru Maharaj on the auspicious occasion of Guru Purnima Day (2009) and pray to Him so that the somber notes of this Guru-stotram resonate in our mind forever. The holistic manifestation of the Supreme power is hailed as "Sree". "Sreeguru" is thus a spiritual guide who stays in a state of perpetual unification with the supreme consciousness and is revered by all. Let us pay our profound homage and sacrifice our self-centered existence to the holy feet of such enlightened Gurus who could transcend the confines of "self" to embrace the purity of the sublime.*

*The entire creation remains mesmerised in an aura of illusion ("maya") in this universe governed by "Mahamaya", the Mother Goddess. This illusion is primarily of three types—pure ("suddha"), impure ("ashuddha" or "ajnan") or mixed ("shuddhashuddha"). Human beings normally remain under the influence of impure illusions. So, we cannot comprehend the nature of our true "self", though the eternal flame of the Almighty always remains afire in our soul. We remain utterly ignorant of the omnipresent radiance of the lotus feet of Lord Vishnu, our Creator and our Deliverer.*

*To deliver us from this directionless wanderings, "sadgurus" (emancipated gurus) have descended on this earth from age to age to guide us through awakening of the "kundalini shakti" (primordial power) that lies dormant inside everybody, with a view to opening up of our inner eye (the spiritual vision). As the aura of our inner power gradually dawns upon us, we can comprehend our true "self", our immutable unison with the Supreme Being. This is the knowledge in its truest form.*

*On the occasion of "Guru Purnima", we recall with reverence the holy advent of Mahamuni Vedavyas, the great sage who graced this world on this auspicious day many centuries ago. We also pay our homage to all those "sadgurus" who dedicated their lives for spiritual deliverance of mankind and lastly, let all of us bow our head in unflinching devotion to our "sadguru" Sree Sree Maa and beseech her to rouse the light of knowledge in our mind so that we can embark upon the arduous path of spiritual emancipation.*